দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

NOV. 07 2002

ঢাবি'র ফজলুল হক হলে পুলিশের লাঠিচার্জে ৫ শিক্ষকসহ আহত ২০

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে মঙ্গলবার গভীর রাতে পুলিশের বেধড়ক লাঠিচার্জে পাঁচ শিক্ষক ও ১৫ জন ছাত্র আহত হয়েছে। পুলিশ এ সময় ২৫ রাউন্ড টিয়ার গ্যাসের সেল এবং রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে। ছাত্র-শিক্ষকের উপর পুলিশী হামলার প্রতিবাদে রাত সাড়ে ৩টা পর্যন্ত ছাত্ররা হলের বাইরে এবং ভিতরে ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শন করে দায়ী পুলিশদের বিচার দাবী করে। রাত সাড়ে ৯টায় ফজলুল হক হলের সামনে মিনিবাস থেকে ইমরুল কায়েস নামের এক ছাত্রকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে ঘটনার সূত্রপাত হয়। এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পাস এলাকায় সকল প্রকার ভারী যান চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে।

ইমরুল কায়েসের আহত এবং হাসপাতালে

(১৫শ পৃষ্ঠায় ২-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাবি'র ফজলুল

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

নেয়ার কথা শুনে ফজলুল হক ও শহীদুল্লাহ হলের শত শত ছাত্র রাতে হল ছেড়ে রাস্তায় জড়ো হয়ে একটি মিনিবাস জ্বালিয়ে দেয় এবং ৪/৫টি বাস-মিনিবাস ভাংচুর করে। পুলিশ এ সময় ছাত্রদের ধাওয়া দিয়ে হলের ভিতরে পাঠায়। ছাত্ররা প্রভোষ্ট অফিসের সামনে বিক্ষোভ করতে থাকে। এক পর্যায়ে পুলিশকে লক্ষ্য করে ছাত্ররা ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। পুলিশ এ সময় গুলী করে ফজলুল হক হলের বহির্গেটের তালা ভেঙ্গে হলে প্রবেশ করে বিক্ষোভরত ছাত্রদের উপর লাঠিচার্জ শুরু করে এবং টিয়ার সেল নিক্ষেপ করে। পুলিশ হলে প্রবেশ করার পর পরই বিদ্যুৎ চলে যায়। পুলিশ লাঠিচার্জ করতে করতে প্রভোষ্ট অফিসের সামনে পর্যন্ত চলে আসে। প্রভোষ্ট ইয়ারুল কবির পুলিশকে বোঝানোর চেষ্টা করলে পুলিশরা তাঁকেও লাঠিপেটা করে। এ সময় ড. হাবিবুর রহমান, অধ্যাপক ফিরোজ জামান, অধ্যাপক আনিসুর রহমান পুলিশের লাঠিপেটায় আহত হন। পুলিশের ভয়ে অনেক ছাত্র পুকুরে ঝাঁপ দেয়। রমনা থানার পুলিশ কর্মকর্তা আনিসের নেতৃত্বে এ হামলা চলে বলে ছাত্ররা জানায়। হামলার সময় এক শিক্ষক পুলিশের কাছে শিক্ষক পরিচয় দিলে পুলিশ তাঁর পরিচয়পত্র দেখতে চায় এবং পরিচয়পত্র দেখাতে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁকে মারধর করা হয়। প্রায় পৌনে এক ঘন্টা যাবৎ পুলিশ হলে অবস্থান করে। পুলিশের লাঠিপেটায় মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র নয়ন, ভূতত্ত্ব বিভাগের আমিনুল, ফলিত পরিসংখ্যানের খালিদ, জাহিদ, সোহেল, তারেকসহ অনেকে আহত হয়। ঘটনার পর পরই সাড়ে ১২টার দিকে প্রো-ভিসি অধ্যাপক আফম ইউসুফ হায়দার এবং প্রক্টর আতিকুর রহমান ফজলুল হক হলে পৌঁছে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের শান্ত করার চেষ্টা করেন। কিছু সময় পর ভিসি ড. ফায়েজ হলে আসেন এবং ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমার সন্তানতুল্য ছাত্রদের গায়ে যারা হাত দিয়েছে তাদের বিচার করতে হবে। তিনি মেডিক্যালে আহত ছাত্রদের দেখতে যান। পরে ভিসি আবার হলে আসেন। ছাত্ররা ভিসি'র কাছে দায়ী পুলিশদের শাস্তি, হলের সামনে স্পীড ব্রেকার নির্মাণ, ক্যাম্পাস এলাকায় ভারী যান চলাচল সম্পূর্ণ নিষেধ এবং আহত ছাত্রদের ক্ষতিপূরণের দাবী জানান। ভিসি ছাত্রদের দাবী পূরণের আশ্বাস দেন।

গতকাল ভিসি স্পীড ব্রেকার নির্মাণের জন্য নগর ভবনের প্রধান প্রকৌশলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। কয়েকদিনের মধ্যে স্পীড ব্রেকার নির্মাণ করা হবে বলে তিনি জানান। দুপুরে এই ঘটনার প্রতিবাদে ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে মিছিল বের করে।